নারায়ণগঞ্জের বন্দরে "প্রধান শিক্ষক" কে স্থানীয় জনতা কর্তৃক পিটিয়ে জখম এবং তাঁকে কান ধরে উঠ-বস করানোর ঘটনাটি নিয়ে এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি'র বিরুদ্ধে চলমান অপপ্রচারের প্রতিবাদে এবং প্রকৃত সত্য তুলে ধরার লক্ষ্যে এনসিসিআই এর উদ্যোগে ৮টি জাতীয় ভিত্তিক ও ৩৫টি জেলা ভিত্তিক সংগঠনসহ সকল ব্যবসায়ীদের "জরুরী সংবাদ সম্মেলন"

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগন,

আসসালামু আলাইকুম।

সময়ে সময়ে কিছু কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনা, কখনও কখনও বা অপপ্রচার, আবার কখনওবা ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে অনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করার কারনে নারায়ণগঞ্জের ভাবমুর্তি দারুনভাবে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। আজ তেমনি একটি বিষয় নিয়ে আমরা **নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাষ্ট্রির উদ্যোগে ৮টি জাতীয় ভিত্তিক ও ৩৫ টি জেলা ভিত্তিক সংগঠনসহ সকল ব্যবসায়ীদের নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। গত ১৩ মে'১৬ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগ তুলে "পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের" "প্রধান শিক্ষক" শ্যামল কান্তি ভক্তকে পিটিয়ে জখম করার পর তাঁকে কান ধরে উঠ বস করানোর ঘটনাটি নিয়ে পরবর্তী কয়েকদিনে স্থানীয় সাংসদ বিকেএমইএ ও এনসিসিআই এর সভাপতি এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি'র বিরুদ্ধে চলমান অপপ্রচারের প্রতিবাদে এবং প্রকৃত সত্য তুলে ধরার লক্ষ্যে আজকের সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি।**

সাংবাদিক বন্ধুগন,

প্রথমেই একটি বিষয় পরিস্কার করে বলতে চাই। আমাদের ব্যবসায়ীদের নেতা এবং সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান আমাদের ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন এ বিষয়ে নীরব থাকার জন্য। কারণ, প্রধান শিক্ষক মহোদয় ধর্ম নিয়ে যে কটুক্তি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে সেই ঘটনাটি বন্দরের ঐ এলাকায় বিস্তরভাবে জানাজানি হলেও, যাতে ঘটনাটি আরো ব্যাপকভাবে সকল এলাকায় ছড়িয়ে না পরে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুযোগ না পায়। ঘটনাটি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কি পরিমান অশান্ত করেছিল যে, ঐ এলাকার মানুষ পবিত্র জুমআর নামাজ আদায় না করেই সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবীতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে একজন মানুষ হিসেবে অবরুদ্ধ ঐ প্রধান শিক্ষককে সেলিম ওসমান এমপি আরেক জন মানুষ হিসেবে জনরোষের হাত থেকে জীবন রক্ষার্থে চরম অসুস্থ্য শরীর নিয়েও গিয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষক সেখানে এমপি সেলিম ওসমানকে কাছে পেয়ে ত্রানকর্তার মতই তার কাছে জীবন বাঁচাতে আবেদন করেছিলেন এবং আনিত অভিযোগ স্বিকার পূর্বক তার (প্রধান শিক্ষক) সম্মতি অনুযায়ী যে ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলেন তা দৃষ্টিকটু ও দুখ:জনক হলেও ঐ পরিস্থিতিতে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। সেক্ষেত্রে আপনাদের ও সচেতন মানুষের কাছে আমাদের প্রশ্ন, তিনি তথা

সেলিম ওসমান কি ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য নাকি তিরস্কার পাওয়ার কথা ?
যে কাজটি তিনি করেছেন, যারা বিষয়টি না জেনে এবং জেনেও একপেশে ভাবে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তাদের কাছেও প্রশ্ন, ভবিষ্যতে যদি এমন ঘটনা পুনরায় ঘটে তবে জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনের বা রাজনীতিক অথবা কোন সচেতন মানুষই কি নিজ দায়িত্বে সেখানে যাবেন এবং কোন অবরুদ্ধকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন ?? যে ব্যক্তিটির মাত্র দেড় বছরে নিজের কষ্টার্জিত উপার্জন থেকে শিক্ষার প্রসারে সমাজের স্বার্থে কোটি কোটি টাকা অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন, যিনি সকল দলমত নির্বিশেষে দানবীর হিসেবে পরিচিত সে ব্যক্তিটিকে হেয় প্রতিপন্ন করার কারণ রয়েছে কিনা তা দেশের প্রতিটি অসাম্প্রদায়িক সচেতন বিকবেকবান মানুরের কাছে প্রশ্ন রেখে ঐ দিনের ঘটনা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি।

সাংবাদিক বন্ধুগন,
আপনারা জানেন গত ১৩ মে'১৬ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগ তুলে "পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের" "প্রধান শিক্ষক" শ্যামল কান্তি ভক্তকে পিটিয়ে জখম করার পর তাঁকে কান ধরে উঠ বস করানোর ঘটনাটি নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে ফেইসবুক, ইউটিউবসহ, সোশ্যাল, প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ায় নানা ধরনের অভিযোগ, ব্যঙ্গাত্মক ও তীর্যক আলোচনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। তবে কান ধরে উঠ বস করানোর **ঘটনাটি নিয়ে এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি'র বিরুদ্ধে একটি গোষ্ঠি যেভাবে অযাচিত ও অনভিপ্রেত অপপ্রচার চালাচ্ছে, তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এই ঘটনা আমাদের মধ্যে উষ্মা তৈরী করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।**

এ, কে, এম সেলিম ওসমানের মতো একজন উন্নয়নকামী শিক্ষানুরাগী নেতা কিভাবে একজন প্রধান শিক্ষককে অপমান করতে পারে এবং সামাজিক মাধ্যমগুলো কিভাবে তা বিশ্বাস করতে পারে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে, উক্ত ঘটনার আড়ালের প্রকৃত ঘটনাকে লুকিয়ে একটি মিথ্যা বিষয়কে সত্য বানিয়ে একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠি এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি'র বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্ঠায় লিপ্ত রয়েছে। আমরা এই অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জানাচ্ছি। এটা কখনই কাম্য হতে পারে না। যে সংসদ সদস্য ব্যক্তির জন্য, সমাজের জন্য, তাঁর নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নের জন্য নিজের তহবিল থেকে অর্থ খরচ করতে পারেন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধরনের অপপ্রচার ও বিষেধাগার ব্যক্তি স্বার্থের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃত সত্য হলো সে দিন এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায়। অথচ মূল ঘটনা শুরু হয়েছিলো সকাল ১১.০০ ঘটিকায়। এই সময়ের মধ্যে ৩/৪ হাজার উত্তেজিত জনতা সেখানে উপস্থিত ছিলো। পরিস্থিতি ধারাবাহিকভাবে খারাপ থেকে খারাপতর হতে যাচ্ছিলো। সেখানে এরমধ্যেই নারায়ণগঞ্জের জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ, নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ, বন্দর উপজেলার চেয়ারম্যান, কলাগাছিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের লোকজন উপস্থিত ছিলো। কিন্তু এদের উপস্থিতির মধ্যেই স্কুল শিক্ষার্থীকে মারধর ও ধর্ম নিয়ে কটুক্তির বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পরার কারনে বিক্ষুব্দ জনতা প্রধান শিক্ষককে কয়েক দফা এলোপাথারি মারধর করে তার শার্ট প্যান্ট ছিড়ে ফেলে। কোন কিছুতেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে না পেরে উপস্থিত বিভিন্ন নের্তৃবৃন্দ স্থানীয় সাংসদ এ, কে, এম সেলিম ওসমান মহোদয়কে সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে ঘটনাস্থলে আসার অনুরোধ জানান। এরপর বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় সাংসদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ ছিলো যে, প্রধান শিক্ষক উম্মত্ত জনতার চরম আক্রোশের মুখোমুখি হয় এবং ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

সেলিম ওসমান এমপি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ার পর আক্রান্ত প্রধান শিক্ষক এমপি মহোদয়ের কাছে মিনতী করে নিজ কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে জীবন রক্ষার আবেদন জানান। তখন এমপি মহোদয় পরিস্থিতির

ভয়াবহতা উপলব্দি করে প্রধান শিক্ষককে বাইরে নিয়ে যান এবং উপস্থিত জনতাকে বলেন, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তি করে কথা বলায় প্রধান শিক্ষক আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং তিনি (প্রধান শিক্ষক) নিজেই নিজের শাস্তি গ্রহণ করবেন। এছাড়াও এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি মহোদয় আরো বলেন স্কুল ছাত্রকে মারধর করার বিষয়টি এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের বিষয়টি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করে আইনগতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরপরপরই প্রধান শিক্ষক মহোদয় তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কান ধরে উঠবস করতে থাকে। এসময় এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশ্যে বলেন প্রধান শিক্ষককে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। আপনারা রাস্তায় কোন সমস্যা করবেন না। তখুনি এমপি মহোদয় প্রধান শিক্ষককে পুলিশ হেফাজতে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে তাকে থানায় না নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে এবং তাকে সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। এরপর তিনি ইউএনকে বিষয়টি তদন্ত করে জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

উপরোক্ত বিবরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি প্রধান শিক্ষক জনাব শ্যামল কান্তি ভক্তকে শুধু বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে রক্ষাই করেননি, বরং তাকে জনতার রোষানল থেকে বাঁচিয়ে যাতে সুষ্ঠ চিকিৎসা পেতে পারে, সে ব্যবস্থা করেছেন। সেলিম ওসমান ঐ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে অবস্থা এবং প্রধান শিক্ষকের পরিনতি উম্মত্ত জনতার হাতে কি ভয়াবহ হত, তা ভাবতেই গা শিউরে উঠে। অথচ পুরো ঘটনাকে একপেশেভাবে ব্যাখ্যা করে একটি বিশেষ শ্রেনী এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি মহোদয়ের নামে ইউটিউবসহ অন্যান্য মাধ্যমে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অনেকে প্রকৃত ঘটনা না জেনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মূল সত্যকে মিথ্যার সাথে গুলিয়ে পুরো বিষয়টিকে আরো জটিল করে ফেলছে। অনেকে এও জানেন না যে, এই বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সেলিম ওসমান নিজের ব্যক্তিগত গহবিল থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। আমরা সেলিম ওসমানের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

কেননা এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি একজন ব্যবসায়ীক নেতা। মানুষের প্রতি তাঁর আসাধারন মমত্ববোধ, ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা, সমাজের উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং চরম বিপদে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অকৃত্রিম সহানুভূতি তাঁকে একজন অনন্য সাধারণ মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন। একজন সত্যিকারের নেতার পক্ষেই শুধু অসহায়, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব।

ব্যবসায়ীক সেলিম ওসমান রাজনীতিবিদ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর সবার জনসমর্থন নিয়ে নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। ১) **নারায়ণগঞ্জের শিক্ষার বিস্তার, ২) নারায়ণগঞ্জের শিল্পের বিস্তার ও বেকারত্ব দূরীকরণ, ৩) নারায়ণগঞ্জের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ।**

নারায়ণগঞ্জের শিক্ষার বিস্তারঃ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রতিটির জন্য প্রায় দুই কোটি টাকার মতো দিয়ে সর্বমোট চৌদ্দ কোটি টাকা খরচ করে ৭টি বিদ্যালয় তৈরী করে দিয়েছেন। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো, শিক্ষা কাঠামো ও শিক্ষক পুলে আধুনিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ফলে উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সার্বিক মানদন্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি তার নির্বাচনী এলাকার অন্যান্য স্কুল কলেজগুলোতেও তিনি সার্বিক মনিটরিং করে ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন ও শিক্ষার মান উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

নারায়ণগঞ্জের শিল্পের বিস্তার ও বেকারত্ব দূরীকরণঃ নারায়ণগঞ্জ এমনিতেই শিল্প শহর। কিন্তু শিল্পগুলো বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠায় সার্বিক শিল্প কাঠামোতে এক ধরনের অব্যবস্থাপনা দেখা দিচ্ছিল। তাই বিকেএমইএ সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান এমপি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর ও সোনারগাঁও এলাকায় তিন নদীর (শীতলক্ষা, মেঘনা ও বুড়িগঙ্গা) মোহনায় গড়ে উঠা কমবেশী প্রায় ১০০০ একর শান্তিনগরচর "নীট পল্লী" স্থাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন। উক্ত অঞ্চলে নীট পল্লী তৈরী করা হলে ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে কমপক্ষে ৪০০টি নীটওয়্যার শিল্প, নতুন নতুন স্পিনিং মিল, পশ্চাদপদ শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ

অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। খুশির খবর হলো এই ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোনস্ অথরিটি (বেজা) এর তত্ত্বাবধানে উক্ত জায়গায় নীট পল্লী বিকাশের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও বিকেএমইএ'র মাধ্যমে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ২০১৮ সালের মধ্যে বিনামূল্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রায় একচল্লিশ হাজার উচ্চ পর্যায়, মধ্যম পর্যায়, শিক্ষানবিশ পর্যায় এবং একেবারেই অদক্ষ সহকারী পর্যায়ে শিক্ষার্থী বের করে তাদের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া চলছে। এই উদ্যোগের পিছনেও এ, কে, এম সেলিম ওসমানের একক ভূমিকা রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণঃ স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি হওয়ার পর নারায়ণগঞ্জের হাসপাতালগুলোতে সেবার মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে পরিদর্শন করে ত্রুটিগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা করেছেন। নারায়ণগঞ্জের মানুষদের চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে নারায়ণগঞ্জের খানপুরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীত করেছেন। বিকেএমইএ ও নারায়ণগঞ্জ চেম্বারের সহযোগিতায় উক্ত হাসপাতালে ২টি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মূমুর্ষ রোগীদেরকে বহন করা যাচ্ছে। তাছাড়া সার্বক্ষনিক হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সিসি টিভি সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে রোগীদের অবহেলা করার আর কোন সুযোগ থাকছে না। এভাবেই স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপি কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়াও তিনি নারায়ণগঞ্জে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য কাজ করছেন। এই প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে ১ম ধাপে ৫০০ জন মহিলার প্রতিজনকে একটি করে সেলাই মেশিন ও পাঁচ হাজার করে টাকা, ২য় ধাপে ১৮৪ জন উদ্যোক্তার প্রতিজনকে পঁচিশ হাজার টাকা করে এবং ৩য় ধাপে ২৪০ জন উদ্যোক্তার প্রতিজনকে পঁচিশ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। বন্দর সেন্ট্রাল ফেরিঘাটকে টোল ফ্রী করেছেন। নারায়ণগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রিত করে সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

এমন একজন উন্নয়নকামী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে এ ধরনের নেতিবাচক প্রচারনা প্রকৃত সত্য উদঘাটনে বাঁধার সুষ্টি করবে। আমরা ব্যবসায়ী সমাজ চাই প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসুক। এ, কে, এম সেলিম ওসমান, এমপিও চান প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসুক। ইতোমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশে উক্ত বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমরা বিশ্বাস করি এর মাধ্যমে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে। যেহেতু উক্ত বিষয়ে ইতোমধ্যেই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে, সেহেতু তদন্তে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় সাংসদ ও বিকেএমইএ ও এনসিসিআই এর সভাপতি এ, কে এম সেলিম ওসমান এর নামে কোন ধরনের অপপ্রচার না করার আমরা ব্যবসায়ী সমাজ অনুরোধ জানাচ্ছি। আইনকে আইনের গতিতে চলতে দেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

ধন্যবাদান্তে,

নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাষ্ট্রির উদ্যোগে ৮টি জাতীয় ভিত্তিক ও ৩৫ টি জেলা ভিত্তিক সংগঠনসহ নারায়ণগঞ্জ সকল ব্যবসায়ীবৃন্দ